সমুদ্রের মাছ ব্যতিত অন্য শিকার কি হালাল?

রচনায়
মুফতি অকিল উদ্দিন যশোরী
সহকারী মুফতি, দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ, চট্টগ্রাম

সমুদ্রের মাছ ব্যতিত অন্য শিকার কি হালাল?

রচনায় :
মুফতি অকিল উদ্দিন যশোরী
সহকারী মুফতি, দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ, চট্টগ্রাম
মোবাইলঃ ০১৮১২-৫১৯৫৮৯, ০১৯১৭-০৭২৯৩৫

সর্বস্বত্বঃ
লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশকঃ
জনাব অলিয়ার রহমান স্মরণে
মুফতি অহিদুর রহমান ইসলামী গবেষণাগার কৈখালী, সদর, যশোর।

প্রকাশকালঃ
১ আগস্ট ২০১৬ ইংরেজি, ২৬ শাওয়াল ১৪৩৭ হিজরী

মূল্যঃ
৩০ (ত্রিশ) টাকা মাত্র।

Shomudrer Mas Betito Onno Shikar Ki Halal?
By: **Mufti Wakil uddin Jessoree**
Price : 30/- Tk Only.

মহান রাব্বুল আলামীন কুরআন নাযিল করেছেন। সেখানে মানুষের চলার জন্য করণীয় বিধিবিধান নাযিল করেছেন। পবিত্র শরীয়তে মানুষের জন্য কি কি করণীয়, কি কি বর্জনীয় তার বিধান কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আহার ও পানাহারের ক্ষেত্রেও স্থলে ও সমুদ্রে (পানিতে) কি কি খাওয়া বৈধ, তার বর্ণনাও পবিত্র কুরআন ও হাদীসে রয়েছে।

আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন আহার ও পানাহারের ক্ষেত্রে যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল করেছেন এবং যাবতীয় হারাম বস্তু নিষেধ করেছেন। সুরা আ'রাফ আয়াত ১৫৭।

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু সামগ্রী আহার কর, যেগুলো আমি তোমাদেরকে রুযী হিসাবে দান করেছি এবং শুকরিয়া আদায় কর আল্লাহর, যদি তোমরা তারই বন্দেগী কর।
সুরা বাকারা আয়াত ১৭২।

আয়াতের তাফসীরে এসেছে-

يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بالأكل من طَيبات ما رزقهم تعالى، وأن يشكروه على ذلك، إن كانوا عبيده، والأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة، كما أن الأكل من الحرام يمنع قبولَ الدعاء والعبادة،

আল্লাহ তাআলা তার মুমিন বান্দাগণকে আল্লাহর দেওয়া রিযিকের মধ্যে পবিত্র বস্তু খাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এবং তার উপর শুকরিয়া জ্ঞাপন করতে বলেছেন। যদি তার খাটি বান্দা হয়। আর দুআ ও ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য হালাল খাদ্য খাওয়া জরুরী। আর হারাম খেলে দুআ ও ইবাদত কবুল হয় না।

তাফসীরে ইবনে কাসীর ১/৪৮০ সূরা বাকারা।

হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} وَقَالَ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ثُمَّ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে মানুষ! নিশ্চয় আল্লাহ পবিত্র। তিনি পবিত্রতা ব্যতিত কবুল করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যা নবী রাসুলগণকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। অতপর বলেন, হে রাসূলগণ, পবিত্র বস্তু আহার করুন এবং সৎকাজ করুন। আপনারা যা করেন সে বিষয়ে আমি পরিজ্ঞাত। সুরা মু'মিনূন আয়াত ৫১। এবং বলেন, হে ঈমানদারগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু সামগ্রী আহার কর, যেগুলো আমি তোমাদেরকে রুযী হিসেবে দান করেছি। সুরা বাকারা আয়াত ১৭২। অতপর এক ব্যক্তির আলোচনা করেন, যে এলোমেলো চুল, ধুলায় আবৃতময় ব্যক্তি লম্বা সফর করেছে। অতপর আসমানের দিকে হাত লম্বা করে দিয়ে দুআ করছে, হে আল্লাহ! হে আল্লাহ! অথচ তার খাদ্যদব্র হারাম, তার পানাহার হারাম, তার পোশাক হারাম, এবং সে হারামই ভক্ষণ করে। তবে তার দুআ কিভাবে কবুল করা যাবে?

মুসনাদে আহমাদ হা. ৮৩৪৮ অধিক বর্ণনাকারী সাহাবীগণ, মুসনাদে আবু হুরায়রা রাযি.।

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

অতএব আল্লাহ তোমাদেরকে যেসব হালাল ও পবিত্র বস্তু দিয়েছেন, তা তোমরা আহার কর এবং আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর যদি তোমরা তারই ইবাদতকারী হয়ে থাক। সূরা নাহল আয়াত ১১৪।

এভাবে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন জায়গায় পবিত্র ও হালাল খাবার খাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং ইবাদত ও দুআ কবুলের জন্য পবিত্র ও হালাল খাবার খাওয়া জরুরী। আর তাই হালাল খাবার বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করার চেষ্টা করব।

তবে পবিত্র বস্তু কি কি? তা কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ হয়েছে। এখানে সংক্ষেপে হালাল জন্তুসমূহ বিষয়ে কিছু কিছু আলোচনা করছি। মহান আল্লাহ তা'আলাই তাওফীকদাতা।

যেসব জন্তু খাওয়া হালাল

গরু ও উট

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْجَزُورُ عَنْ سَبْعَةٍ ».

হযরত জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, গাভী ও উট সাত ব্যক্তির পক্ষ হতে কুরবানী করা যাবে।

আবু দাউদ ৪/৯৪ হা. ২৭৯৯ কুরবানী অধ্যায়, গাভী এবং উট কতজনের পক্ষ হতে কুরবানী করা জায়েয প্রসঙ্গে।

ভেড়ার গোশত

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ

হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুটি সাদা কালো রংবিশিষ্ট শিংওয়ালা ভেড়ার দিকে এগিয়ে গেলেন এবং নিজ হাতে কুরবানী করলেন।

বুখারী ৯/২০০ কুরবানী অধ্যায়, পরিচ্ছে : নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'টি শিংবিশিষ্ট মেষ কুরবানী করা।

ছাগল খাওয়া

عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ شَهِدْتُ الأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ بِالنَّاسِ نَظَرَ إِلَى غَنَمٍ قَدْ ذُبِحَتْ فَقَالَ « مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ ».

হযরত জুনদুব ইবনে সুফয়ান রাযি. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ঈদুল আযহার নামাযে হাযির ছিলাম। তিনি লোকদের সাথে নামায শেষ করেই একটি বকরীর দিকে তাকিয়ে দেখলেন তা যবেহ করা হয়েছে। তখন তিনি বললেন, যে ব্যক্তি (ঈদের নামাযের পূর্বে) যবেহ করেছে সে যেন তদস্থলে আরেকটি বকরী যবেহ করে। আর যে ব্যক্তি এখনও যবেহ করেনি সে যেন আল্লাহর নামে যবেহ করে।

মুসলিম ৭/২ হা. ৪৯০৯ কুরবানী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : কুরবানীর ওয়াক্ত।

মোরগ, মুরগির গোশত

عَنْ أَبِي مُوسَى يَعْنِي الْأَشْعَرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ دَجَاجًا

হযরত আবু মূসা আশআরী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুরগীর গোশত খেতে দেখেছি।

বুখারী শরীফ ৯/১৮১ হা. ৫১২১ যবাহ করা, শিকার করা ও শিকারের সময় বিসমিল্লাহ বলা অধ্যায়, পরিচ্ছেদ : মুরগীর গোশত।

খরগোশ খাওয়া

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا وَنَحْنُ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَغِبُوا فَأَخَذْتُهَا فَجِئْتُ بِهَا إِلَى أَبِي طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا فَبَعَثَ بِوَرِكَيْهَا أَوْ قَالَ بِفَخِذَيْهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبِلَهَا

হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমরা মাররুয যাহরান নামক স্থানে একটি খরগোশ ধাওয়া করলাম। তখন লোকজনও এর পিছনে ছুটল এবং

তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ল। এরপর আমি সেটিকে ধরতে সক্ষম হলাম এবং আবু তালহার নিকট নিয়ে এলাম। তিনি এটিকে যবাহ করলেন এবং তার পিছনের অংশ কিংবা তিনি বলেছেন, দু' রান নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন এবং তিনি তা গ্রহণ করলেন।
বুখারী শরীফ ৯/১৮৭ হা. ৫১৩৭ যবাহ করা, শিকার করা ও শিকারের সময় বিসমিল্লাহ বলা অধ্যায়, পরিচ্ছেদ : খরগোশ।

যেসব জন্তু জানোয়ার খাওয়া নিষেধ করেছেন।

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জীব, রক্ত, শুকরের মাংস, সেসব জন্তু আলাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গকৃত হয়, যা কন্ঠরোধে মারা যায়, যা আঘাত লেগে মারা যায়, যা উচ্চ স্থান থেকে পতনের ফলে মারা যায় এবং যাকে হিংস্র জন্তু ভক্ষণ করেছে, যে জন্তু যজ্ঞবেদীতে জবেহ করা হয় এবং ভাগ্য নির্ধারক শর দ্বারা চন্টন করা হয়। এসব গুনাহের কাজ।
সুরা মায়েদা আয়াত ৩।

গাধা

عَنْ الْبَرَاءِ وَابْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ

হযরত বারা ও ইবনে আবী আওফা রাযি. বলেন- রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।
বুখারী শরীফ ৯/১৮৪ হা. ৫১২৮ যবাহ করা, শিকার করা ও শিকারের সময় বিসমিল্লাহ বলা অধ্যায়, পরিচ্ছেদ : গৃহপালিত গাধার গোশত।

হিংস্র প্রাণী

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَاب مِنْ السِّبَاعِ

হযরত আবু সা'লাবা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁত বিশিষ্ট সর্বপ্রকার হিংস্র জন্তু খেতে নিষেধ করেছেন।
বুখারী ৯/১৮৫ হা. ৫১৩২ যবাহ করা, শিকার করা ও শিকারের সময় বিসমিল্লাহ বলা অধ্যায়, পরিচ্ছেদ : মাংসভোজী সর্বপ্রকার হিংস্র জন্তু খাওয়া।

ব্যাঙ হারাম হওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِهَا.

একজন চিকিৎসক রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ব্যাঙ সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন, তিনি ব্যাঙ দিয়ে ঔষধ তৈরী করতেন। অতপর রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যাঙ হত্যা করা থেকে নিষেধ করলেন।
সুনানে আবী দাউদ হা. ৫২৭১।
অন্য হাদীসে এসেছে-

لاَ تَقْتُلُوا الضَّفَادِعَ فَإِنَّ نَقِيقَهَا تَسْبِيحٌ

তোমরা ব্যাঙকে হত্যা করিওনা কেননা তার ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর ডাক হল তাসবীহ।
বায়হাকী হা. ১৯৮৬৪।

মৃত জন্তু খাওয়াও হারাম।

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ فَقَالَ هَلَّا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا قَالُوا إِنَّهَا مَيِّتَةٌ قَالَ إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি মৃত বকরীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন,

তোমরা এটির চামড়াটি কেন কাজে লাগালে না? লোকজন উত্তর করল, এটি মৃত জানোয়ার। তিনি বললেন, শুধু তার খাওয়া হারাম করা হয়েছে।
বুখারী ৯/১৮৫ হা. ৫১৩৩ যবাহ করা, শিকার করা ও শিকারের সময় বিসমিল্লাহ বলা অধ্যায়, পরিচ্ছেদ : মৃত জন্তুর চামড়া।

সমুদ্রের হালাল প্রাণী

এখন প্রশ্ন হলো, সমুদ্রের কি কি জন্তু খাওয়া যাবে? এবং কি কি খাওয়া যাবে না?

এ বিষয়ে মহান আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন-

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

তোমাদের জন্য সমদ্রের শিকার ও সমুদ্রের খাদ্য হালাল করা হয়েছে তোমাদের উপকারার্থে এবং তোমাদের এহরামকারীদের জন্য হারাম করা হয়েছে স্থল শিকার যতক্ষণ এহরাম অবস্থায় থাক। আলাহকে ভয় কর, যার কাছে তোমরা একত্রি হবে।
সুরা মায়েদা আয়াত ৯৬।

উপরোক্ত আয়াতে সমুদ্রের শিকার ও সমুদ্রের খাদ্য হালাল করা হয়েছে বলে এরশাদ হয়েছে।

উক্ত আয়াতের তাফসীরে হযরত ওমর রাযি. বলেন-

صَيْدُهُ مَا اصْطِيدَ {وَطَعَامُهُ} مَا رَمَى بِهِ

صَيْدُهُ যা শিকার করা হয়। **وَطَعَامُهُ** সমুদ্র যাকে নিক্ষেপ করে।

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন-

{طَعَامُهُ} مَيْتَتُهُ إِلَّا مَا قَذِرْتَ مِنْهَا وَالْجِرِّيُّ لَا تَأْكُلُهُ الْيَهُودُ وَنَحْنُ نَأْكُلُهُ

طَعَامُهُ সমুদ্রে প্রাপ্ত মৃত জানোয়ারের খাদ্র, তবে তন্মধ্যে যেটি ঘৃণিত সেটি ছাড়া। বাইন জাতীয় মাছ ইহুদীরা খায়না আমরা খায়।
বুখারী ৯/১৬৮ যবাহ করা, শিকার করা ও শিকারের সময় বিসমিল্লাহ বলা অধ্যায়, পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহর ইরশাদ : তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার হালাল করা হয়েছে।

এ ছাড়াও মহান আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেছেন-

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল ঘোষণা করেন এবং নিষিদ্ধ করেন হারাম বস্তুসমূহ।
সুরা আ'রাফ আয়াত ১৫৭।

অতএব প্রমাণিত হলো যে, পবিত্র ও ভাল জিনিষ হালাল করা হয়েছে। এবং খারাপ (খবিস) জিনিষকে হারাম করা হয়েছে।

মৃত মাছ কি হারাম?

তবে মৃত প্রাণী হারাম করা হলেও মৃত মাছকে হারাম করা হয় নি। যেমন হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أُحِلَّتْ لَكُمْ مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ، فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ، فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ»

হযরত আব্দুলাহ ইবনে ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম বলেন- তোমাদের জন্য দু'প্রকারের মৃতজীব ও দু'ধরণের রক্ত হালাল করা হয়েছে। মৃতজীব দু'টি হচ্ছে মাছ ও টিড্ডি এবং দু' প্রকারের রক্ত হচ্ছে কলিজা ও প্লীহা।
সুনানে ইবনে মাজাহ ৩/২১২ হা. ৩৩১৪, আহার অধ্যায়, কলিজা ও পীহা সম্পর্কে অনুচ্ছেদ।
হাদীসটি সহীহ।

"তাফী" মারা যাওয়ার পর ফুলে ভেষে উঠা মাছ কি খাওয়া যায়?

এখন প্রশ্ন হলো, সমুদ্রে মৃত জন্তু খাওয়া যাবে, তবে মারা যাওয়ার পর ফুলে গেলে তা কি খাওয়া যাবে?
এ বিষয়ে হাদীস বর্ণিত হয়েছে-
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَلْقَى الْبَحْرُ، أَوْ جَزَرَ عَنْهُ، فَكُلُوهُ، وَمَا مَاتَ فِيهِ فَطَفَا، فَلَا تَأْكُلُوهُ»
হযরত জাবের ইবনে আব্দুলাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সালাহু আলাইহি ওয়াসালাম বলেছেন : সমুদ্র যা উদগিরণ করে অথবা তা থেকে নিক্ষেপ করে তা খাও। আর যা সমুদ্রে মারা যায়, অতপর পানির উপর ভেষে উঠে, তা খেয়েও না।
সুনানে ইবনে মাজাহ ৩/১৮৫ হা. ৩২৪৭ সমুদ্র গর্ভে মরে ভেষে উঠা মাছ সম্পর্কে অনুচ্ছেদ।
হাদীসটি সহীহ।

চিংড়ি মাছ কি মাকরুহ?

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে প্রমাণিত, সকল প্রকার মাছই হালাল।

মহান আল্লাহ বলেন-

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ

তোমাদের জন্য সমদ্রের শিকার ও সমুদ্রের খাদ্য হালাল করা হয়েছে।
সুরা মায়েদা আয়াত ৯৬।

قوله صيد البحر....أنه اراد السمك خاصة دون ما سواه
আল্লাহ তাআলার কথা সমুদ্রের শিকার.... এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শুধু মাছ, অন্যকিছু নয়।
আহকামুল কুরআন-জাসসাস ৪/১৪৭।

হাদীসেও মাছের সমস্ত প্রকারকেই হালাল করা হয়েছে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– :« هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ ».

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বলেন, জনৈক ব্যক্তি একবার রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, অনেক সময় আমাদের সমূদ্র সফর করতে হয়। তখন সামান্য পানি আমরা আমাদের সাথে নিয়ে যায়। যদি সে পানি দিয়ে অযু করতে যাই তবে আমাদের পিপাসার্ত থাকতে হয়। সুতরাং আমরা কি সমুদ্রের পানি দিয়ে অযু করতে পানি? রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এর পানি পাক, এর মুর্দা (সামুদ্রিক মাছ) হালাল।
তিরমিযি ১/৬৫ হা. ৬৯ তাহারাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : সমুদ্রের পানি পাক।
হাদীসটি সহীহ।

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, মাছ জীবিত হোক বা মৃত, বড় হোক বা ছোট, যত ওজনেরই হোক না কেন, যে আকৃতেরই হোক না কেন, যে প্রকারই হোক না কেন, তাজা হোক বা না হোক, তা হালাল। তবে হাদীসে না খাওয়ার জন্য বিশেষভাবে উল্লেখ থাকলে তা হারাম হবে।
জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া ৩/১৯৪

আর চিংড়ি সকল ভাষাবিদ ও মাছ বিশেষজ্ঞদের নিকট মাছ হওয়ার বিষয়ে সকলেই ঐক্যমত।

و "الاربيان " بالكسر سمك معروف في بلاده.

চিংড়ি শহরে প্রসিদ্ধ মাছ।

(والاربيان بالكسر سمك كالدود) وفى الصحاح بيض من السمك كالدود يكون بالبصرة

চিংড়ি এক প্রকার মাছ, পোকার মত। আর সিহাহে উল্লেখ আছে যে, চিংড়ি সাদা রংয়ের মাছের এক প্রকার মাছ, পোকার মত। যা বসরাতে অধিক হয়।

তাজুল আরুস ১/৮৩৯৮

সুতরাং চিংড়ি সকলেরই মতে মাছ। আর কুরআন হাদীস গবেষণায় প্রমাণিত যে, মাছ হালাল। সুতরাং চিংড়ি মাছও হালাল। মাকরুহ নয়।

সমুদ্রের শিকার কি যবাহ্ করতে হবে?

এখন প্রশ্ন হলো, সমুদ্রের শিকারকে যবাহ করতে হবে কি না? এবং এটিকে অমুসলিম শিকার করলে তা খাওয়া যাবে কি না?
এর উত্তর হল, সমুদ্রের শিকারকে যবাহ করতে হয় না। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী হযরত শুরাইহ রাযি. বলেন-

كُلُّ شَيْءٍ فِي الْبَحْرِ مَذْبُوحٌ

সমুদ্রের সব জিনিষই যবাহকৃত বলে গণ্য।

এবং অমুসলিম শিকার করলেও খেতে কোন সমস্যা নেই। কেননা হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন-

كُلْ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ نَصْرَانِيٍّ أَوْ يَهُودِيٍّ أَوْ مَجُوسِيٍّ

সমুদ্রের সব ধরণের শিকার খেতে পার, যদিও তা কোন ইহুদী কিংবা খৃস্টান কিংবা অগ্নিপূজক শিকার করে।
বুখারী ৯/১৬৮,১৬৯ যবাহ করা, শিকার করা ও শিকারের সময় বিসমিল্লাহ বলা অধ্যায়, পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহর ইরশাদ : তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার হালাল করা হয়েছে।

সমুদ্রের মাছ ব্যতিত অন্য প্রাণী খাওয়া কি হালাল?

এখন প্রশ্ন হলো, সমুদ্রের শিকারের মধ্যেই তো অনেক কিছু পাওয়া যায়, যেমন- ব্যাঙ, কচ্ছপ, গরু, কুকুর শুকর ইত্যাদি সেগুলোও কি খাওয়া বৈধ?

এর উত্তর হলো, উপরোক্ত কুরআনের আয়াত, তাফসীর এবং হাদীস গবেষণা করার পর গবেষকগণের মধ্যে মতভেদ হয়েছে। তবে মাছ হালাল হওয়ার

ব্যাপারে সকলেই ঐক্যমত পোষণ করেছেন। কিন্তু মাছ ব্যতিত অন্য প্রাণীর হালাল হওয়া নিয়ে দ্বিমত রয়েছে।

হানাফীগণের নিকট :

হানাফীগণ বলেন- সমুদ্রের মাছ ব্যতিত অন্যপ্রাণী খাওয়া জায়েয নেই।
ইমাম আইনী রহ. উমদাতুল ক্বারী কিতাবে বলেন-

وعندنا يكره أكل ما سوى السمك من دواب البحر كالسرطان والسلحفاة والضفدع وختزير الماء واحتجوا بقوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث (الأعراف157) وما سوى السمك خبيث

আমাদের নিকট সমুদ্রের মাছ ব্যতিত অন্য প্রাণী যেমন কাঁকড়া, কচ্ছপ, ব্যাঙ, পানির শুকর খাওয়া মাকরুহ। এবং এর দলিল হলো, আল্লাহ তাআলার বাণি, তাদের উপর হারাম করেন নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ। (সুরা আ'রাফ আয়াত ১৫৭) আর মাছ ব্যতিত সবই খবিস তথা নিষিদ্ধ।
উমদাতুল ক্বারী, ৩১/৬ যবাহ ও শিকার অধ্যায়, পরিচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আর বাণী, তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার হালাল করা হয়েছে।

হানাফীগণের দলিল-

মাছ ছাড়া অন্য প্রাণীর দলিল ও তার উত্তর

মহান আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেছেন-

وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

নিষিদ্ধ করেন হারাম বস্তুসমূহ।
সুরা আ'রাফ আয়াত ১৫৭।

উপরোক্ত আয়াতে খবিস কে হারাম করা হয়েছে। আর খবিস বলা হয়- إِلَّا مَا قَذِرْتَ مِنْهَا যেটি ঘৃণিত, সেটি খবিস। আর মানুষের তবীয়তে সমুদ্রের মাছ

ব্যতিত অন্য জন্তু ঘৃণিত। সুতরাং মাছ ব্যতিত সমস্ত প্রাণী খবিসের অন্তর্ভূক্ত। অতএব মাছ ব্যতিত অন্য প্রাণী হালাল নয়।

আর মৃত জন্তু হারাম। তবে শরয়ী দলিলের মাধ্যমে তা হালাল হিসেবে সাব্যস্ত হলে তা হালালের অন্তর্ভূক্ত হবে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন-

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ

তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জীব, রক্ত, শুকরের মাংস।
সুরা মায়েদা আয়াত ৩।
কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মৃত জন্তু খাওয়া হারাম। কিন্তু দু'টি মৃত জন্তু হালাল হওয়ার ব্যাপারে হাদীস প্রমাণিত রয়েছে। আর তাই সে দু'টি হালালের অন্তর্ভূক্ত হবে। যেমন-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أُحِلَّتْ لَكُمْ مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ، فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ، فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ»

হযরত আব্দুলাহ ইবনে ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম বলেন- তোমাদের জন্য দু'প্রকারের মৃতজীব ও দু'ধরণের রক্ত হালাল করা হয়েছে। মৃতজীব দু'টি হচ্ছে মাছ ও টিড্ডি এবং দু' প্রকারের রক্ত হচ্ছে কলিজা ও প্লীহা।
সুনানে ইবনে মাজাহ ৩/২১২ হা. ৩৩১৪, আহার অধ্যায়, কলিজা ও পীহা সম্পর্কে অনুচ্ছেদ।
হাদীসটি সহীহ।
সুতরাং সমস্ত মৃত জন্তু হারাম হলেও হাদীসে দু'টি মৃত জন্তু হালাল হওয়ার ব্যাপারে বর্ণনা আসায় সে নির্দিষ্ট দু'টি মৃত জন্তু খাওয়া হালাল হবে।

وأجاب الحنفية عن قوله الحل ميتته بأن المراد من الميتة السمك لا غيره بدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالطحال والكبد.

হানাফীগণ বলেন- হাদীস **الحل ميتته** (তার মুর্দা হালাল) এর মধ্যে (**ميتة**) মুর্দা দ্বারা উদ্দেশ্য নেয় মাছ অন্যকিছু নয়। কেননা হাদীসে এসেছে হযরত ইবনে ওমর রাযি. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমাদের জন্য

দুইটি মৃত জীব ও দুটি রক্ত হালাল করা হয়েছে- দুটি মৃত জীব হল- মাছ ও টিড্ডি (এক প্রকারের বড় জাতের ফঁড়িং) এবং দুটি রক্ত হল- প্লীহা ও কলিজা। সুনানে ইবনে মাজাহ ৩/১৭৪ হা. ৩২১৮ শিকার অধ্যায়, মাছ ও টিড্ডি শিকার পরিচ্ছেদ।

আর কুরআনের এ আয়াতের **জবাব** হলো,
মহান আল্লাহ বলেন-

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ

তোমাদের জন্য সমদ্রের শিকার ও সমুদ্রের খাদ্য হালাল করা হয়েছে।
সুরা মায়েদা আয়াত ৯৬।

আয়াতটি দ্বারা যদিও সমুদ্রের শিকার বুঝানো হয়, কিন্তু তারপরও সমুদ্রের সমস্ত শিকারই হালাল নয়। কেননা এখানে صَيْدُ শব্দের ইযাফত (সম্পর্ক) আহদে খারেজী তথা নির্দিষ্ট শিকার বুঝানো হয়েছে। আর তা হলো শুধুমাত্র "**মাছ**" হালাল। তা অন্য দলিলের আলোকেও প্রমাণিত।
এ আয়াতটি এ অংশ আহদে খারেজী তথা নির্দিষ্ট, যেভাবে প্রথম অংশ নির্দিষ্ট। যেমন আয়াত-

وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ

এবং তোমাদের এহরামকারীদের জন্য হারাম করা হয়েছে স্থল শিকার যতক্ষণ এহরাম অবস্থায় থাক।
সুরা মায়েদা আয়াত ৯৬।

এখানে স্থলের শিকার যেমন নির্দিষ্ট সেভাবে প্রথম অংশেও নির্দিষ্ট। আর তা হলো মাছ।

এ আয়াতের আরেকটি **জবাব** হলো-
এখানে صَيْدُ শব্দের মূল অর্থ শিকার। আর এখানের ইযাফতকে ইসতেগরাক্ব তথা পরিপূর্ণ অন্তর্ভূক্তের জন্য নয়। কেননা صَيْدُ কে ইসমে মাফউল তথা "শিকার" অর্থকে "শিকারকৃত জন্তু" অর্থ নেওয়াও রূপক অর্থ। আর মূল অর্থ "শিকার" কে রূপক অর্থে নেওয়ার প্রয়োজনও নেই। কেননা এ আয়াতে মুহরিম

তথা এহরাম পরিধারকারীর জন্য কি কি জায়েয ও কি কি না জায়েয তার আলোচনা চলছে। সুতরাং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শুধুমাত্র এ কথা বুঝানো যে, সমুদ্রের শিকার জায়েয। এর দ্বারা খাওয়া হালাল হওয়া প্রমাণিত নয়।

আর হাদীসের الحل ميتته এর জবাব হলো, এখানের ইযাফতও ইস্তেগরাক্বীর তথা পরিপূর্ণ অন্তর্ভূক্তের জন্য নয়, বরং তা আহদে খারেজীর তথা নির্দিষ্ট প্রাণীর জন্য। আর তা হাদীসে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। আর তা হলো- দু'টি মৃত জীব, মাছ ও টিড্ডি।
দরসে তিরমিযি ১/২৮১।

সুতরাং কুরআনের আয়াত ও হাদীস দ্বারা এটাই প্রমাণিত হলো যে, সমুদ্রের শিকার মাছ ব্যতিত অন্য কোন জন্তু হালাল নয়। এবং মাছের মধ্যে যেসব মাছ মারা যাওয়ার পর ভেষে ফুলে ওঠে, তাও খাওয়া জায়েয নেই। কেননা তা নিষেধ হওয়া সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

আর হাদীসের الحل ميتته এর দ্বারা উদ্দেশ্য مَا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ سائلة যার প্রবাহমান শ্বাস নেই। যেমন أحلت لنا ميتتان (আমাদের জন্য দুইটি মৃত জীব হালাল করা হয়েছে) দ্বারা এটিই উদ্দেশ্য।
দরসে তিরমিযি ১/২৮৩।

হাদীসে আম্বর

عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ غَزَوْنَا جَيْشَ الْخَبَطِ وَأُمِّرَ أَبُو عُبَيْدَةَ فَجُعْنَا جُوعًا شَدِيدًا فَأَلْقَى الْبَحْرُ حُوتًا مَيِّتًا لَمْ يُرَ مِثْلُهُ يُقَالُ لَهُ الْعَنْبَرُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ فَمَرَّ الرَّاكِبُ تَحْتَهُ

হযরত জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা "জায়শুল খাবত" অভিযানে ছিলাম। আমাদের সেনাপতি নিয়োগ করা হয়েছিল আবু উবায়দা রাযি.কে। এক সময় আমরা ভীষণভাবে ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লে, সমুদ্র একটি মৃত মাছ তীরে নিক্ষেপ করল যে, এত বড় মাছ কখনো দেখা যায় নি। এটিকে

আম্বর বলা হয়। আমরা অর্ধ মাস যাবত এটি খেলাম। আবু উবায়দা রাযি. এর একটি হাড় তুলে ধরলেন এবং এর নীচ দিয়ে একজন অশ্বারোহী অনায়েসে বেরিয়ে গেল।

বুখারী ৯/১৬৯ হা. ৫০৯৭ যবাহ করা, শিকার করা ও শিকারের সময় বিসমিল্লাহ বলা অধ্যায়, পরিচ্ছেদ: মহান আল্লাহর ইরশাদ : তোমাদের জন্য সমুদ্রে শিকার হালাল করা হয়েছে।

عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّرَ عَلَيْنَا أَبَا عُبَيْدَةَ نَتَلَقَّى عِيرًا لِقُرَيْشٍ وَزَوَّدَنَا جِرَابًا مِنْ تَمْرٍ لَمْ يَجِدْ لَنَا غَيْرَهُ فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يُعْطِينَا تَمْرَةً تَمْرَةً قَالَ فَقُلْتُ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ بِهَا قَالَ نَمَصُّهَا كَمَا يَمَصُّ الصَّبِىُّ ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ فَتَكْفِينَا يَوْمَنَا إِلَى اللَّيْلِ وَكُنَّا نَضْرِبُ بِعِصِيِّنَا الْخَبَطَ ثُمَّ نَبُلُّهُ بِالْمَاءِ فَنَأْكُلُهُ قَالَ وَانْطَلَقْنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَرُفِعَ لَنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ كَهَيْئَةِ الْكَثِيبِ الضَّخْمِ فَأَتَيْنَاهُ فَإِذَا هِىَ دَابَّةٌ تُدْعَى الْعَنْبَرَ قَالَ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ مَيْتَةٌ ثُمَّ قَالَ لاَ بَلْ نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدِ اضْطُرِرْتُمْ فَكُلُوا قَالَ فَأَقَمْنَا عَلَيْهِ شَهْرًا وَنَحْنُ ثَلاَثُ مِائَةٍ حَتَّى سَمِنَّا قَالَ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَغْتَرِفُ مِنْ وَقْبِ عَيْنِهِ بِالْقِلاَلِ الدُّهْنَ وَنَقْتَطِعُ مِنْهُ الْفِدَرَ كَالثَّوْرِ أَوْ كَقَدْرِ الثَّوْرِ فَلَقَدْ أَخَذَ مِنَّا أَبُو عُبَيْدَةَ ثَلاَثَةَ عَشَرَ رَجُلاً فَأَقْعَدَهُمْ فِى وَقْبِ عَيْنِهِ وَأَخَذَ ضِلَعًا مِنْ أَضْلاَعِهِ فَأَقَامَهَا ثُمَّ رَحَلَ أَعْظَمَ بَعِيرٍ مَعَنَا فَمَرَّ مِنْ تَحْتِهَا وَتَزَوَّدْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَشَائِقَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ « هُوَ رِزْقٌ أَخْرَجَهُ اللَّهُ لَكُمْ فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَىْءٌ فَتُطْعِمُونَا ». قَالَ فَأَرْسَلْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ فَأَكَلَهُ.

হযরত যাবের রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কুরাইশ ব্যাবসায়ী কাফেলার বিরুদ্ধে অভিযানে পাঠালেন। তিনি আবু উবায়দ রাযি. কে আমাদের সেনাপতি নিযুক্ত করলেন। তিনি আমাদের এক থলে খেজুর দিলেন। আমাদেরকে এর থেকে রসদ দেয়ার মত তিনি কিছু পেলেন না। সেনাপতি আবু উবায়দ রাযি. আমাদের প্রত্যেককে দৈনিক একটি করে খেজুর দিতেন। বর্ণনাকারী আবু যুবায়র বলেন, আমি (যাবের) কে জিজ্ঞাসা করলাম, এ একটি খেজুর দিয়ে আপনারা কি করতেন?

যাবের রাযি. বলেন, আমরা তা চুষে খেতাম যেমন ছোট শিশুরা চুষে থাকে। অতপর পানি পান করে নিতাম। এতটুকু খাদ্যেই সকাল থেকে রাত পর্যন্ত গোটা দিন আমাদের চলে যেত। আর আমরা আমাদের লাঠি দিয়ে গাছ থেকে পাতা ঝেড়ে নিতাম এবং তা পানিতে কচলিয়ে খেয়ে নিতাম। যাবের বলেন, আমরা সমুদ্রের তীরে গেলাম। এমন সময় সমুদ্রের তীরে আমাদের সামনে টিলার ন্যায় একটি বিরাটকায় প্রাণী ভেষে উঠলো, আমরা এর নিকটে গেলাম এবং দেখতে পেলাম এটা একটা প্রাণী যাকে আম্বর (তিমি) বলা হয়। যাবের বলেন, আবু উবায়দা রাযি. বললেন, এটা মৃত প্রাণী। কিছুক্ষণ পর তিনি আবারও বললেন, না বরং আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেরিত দূত। তদুপরি আমরা আল্লাহর পথে মুজাহিদ। আর তোমরা ভীষণ খাদ্য–সংকটের মধ্যে আছো। কাজেই তোমরা এটা খাও। যাবের রাযি. বলেন, আমরা সেখানে এক মাস অবস্থান করলাম আর আমরা সংখ্যায় ছিলাম তিনশ’ জন। শেষ পর্যন্ত তা খেয়ে আমরা মোটা তাজা হয়ে গেলাম। তিনি আরো বলেন, আমরা এই মাছের চোখের গর্ত থেকে কলসি ভরে চর্বি তুললাম। এবং আমরা এর শরীর থেকে একটি ষাঁড়ের সমান টুকরো (খণ্ড) কেটে নিয়েছি। আবু উবায়দা আমাদের তেরজন লোককে ডেকে মাছটির চোখের গর্তের মধ্যে বসিয়ে দিলেন এবং তিনি এর একটি পাঁজড়ের একটি হাড় তুলে নিয়ে দাঁড়ালেন। অতপর তিনি আমাদের সাথের সবচে বড় উটটির পিঠে হাওদা উঠালেন, এবং এটাকে হাড়ের বৃত্তের মধ্যে দিয়ে চালিয়ে দিলেন। আর উটটি অনায়েসেই এর নীচ দিয়ে অতিক্রম করে চলে গেল। আমরা এর সিদ্ধ গোশত আমাদের রসদের জন্য সঞ্চয় করলাম। যখন আমরা মদিনায় ফিরে আসলাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই ঘটনাটি বললাম, আমাদের কথা শুনে তিনি বললেন, এটা তোমাদের রিযিক। আল্লাহ তোমাদের জন্যই তা তুলে দিয়েছিলেন। আচ্ছা! এখন কি তোমাদের কাছে এর গোশত আছে কি যা আমাকে দিতে পারো? যাবের বলেন, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তার কিছু গোশত পাঠিয়ে দিলাম এবং তিনি তা খেলেন।
মুসলিম ৮/৪৯১-৪৯২ হা. ৪৮৪৪ শিকার এবং যবাহ প্রসঙ্গ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: সমুদ্রে (পানিতে) বসবাসকারী প্রাণী খাওয়া জায়েয, তা মৃত দেহ হলেও।

হাদীসে আম্বর দ্বারা **“তাফী”** তথা মারা যাওয়ার পর ফুলে ভেষে উঠা মাছ খাওয়ার ব্যাপারে দলিল প্রদান করা যাবে না। কেননা এ হাদীসে **“তাফী”**

হওয়ার ব্যাপারে কোন আলোচনা নেই। আর **"তাফী"** শুধু ঐ মাছকে বলা হয় যা কোন বৈরাগত কারণ ছাড়াই নিজে নিজে সমুদ্রে মারা যায়, এবং উল্টা হয়ে যায়। ইহা ব্যতিত যদি কোন মাছ বৈরাগত কোন কারণে যেমন অধিক গরম, অধিক ঢাণ্ডা, সমুদ্রের ঢেউয়ে বা কিনারায় এসে পৌঁছার পর পানি চলে যাওয়ার কারণে মারা যায় তবে তাকে **"তাফী"** বলা হয় না। এবং তা খাওয়া হালাল। আর হাদীসে আম্বরে এটি হওয়া প্রকাশ্য যে, মাছটি পানি ছেড়ে যাওয়ার কারণেই মারা গিয়েছিল। সুতরাং এটি নিয়ে হালাল হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। তবে "তাফী" হালাল নয়।
দরসে তিরমিযি ১/২৮৩।

হাম্বলীগণ নিকট :

وقال أحمد يؤكل كل ما في البحر إلا الضفدع والتمساح.

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন, ব্যাঙ ও কুমির ব্যতিত সমুদ্রের সবপ্রাণীই হালাল।

ব্যাঙ হারাম হওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِى دَوَاءٍ فَنَهَاهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِهَا.

একজন চিকিৎসক রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ব্যাঙ সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন, তিনি ব্যাঙ দিয়ে ঔষধ তৈরী করতেন। অতপর রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যাঙ হত্যা করা থেকে নিষেধ করলেন।
সুনানে আবী দাউদ হা. ৫২৭১।
অন্য হাদীসে এসেছে-

لاَ تَقْتُلُوا الضَّفَادِعَ فَإِنَّ نَقِيقَهَا تَسْبِيحٌ

তোমরা ব্যাঙকে হত্যা করিওনা কেননা তার ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর ডাক হল তাসবীহ।
বায়হাকী হা. ১৯৮৬৪।

যেহেতু এ বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, তাই তা খাওয়া হারাম। সুতরাং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. এর নিকট ব্যাঙ ও কুমির ব্যতিত সমুদ্রের অন্য প্রাণী খাওয়া হালাল।

মালেকীগণের নিকট :

وقال ابن أبي ليلى ومالك يباح كل ما في البحر.

ইমাম মালেক রহ. এবং ইবনে আবী লায়লা রহ. এর নিকট সমুদ্রের সমস্ত প্রাণীই হালাল।

তবে ইমাম মালেক রহ. এর আরেকটি উক্তি মতে সমুদ্রের শুকর ব্যতিত অন্য সব প্রাণী খাওয়া জায়েয। যেহেতু কুরআনে শুকরের গোশত খেতে নিষেধ করা হয়েছে।
আল্লাহ তাআলা বলেন-

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ

তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জীব, রক্ত, শুকরের মাংস।
সুরা মায়েদা আয়াত ৩।

আর কুরআনে শুকরের গোশত হারাম হওয়ার ব্যাপারে ব্যাপকভাবে বর্ণিত হওয়ায় তা স্থল ও সমুদ্রের ক্ষেত্রে প্রজোয্য হবে। সুতরাং ইমাম মালেক রহ. এর নিকট সমুদ্রের শুকর ব্যতিত অন্য সমস্ত প্রাণী খাওয়া জায়েয।

এক জামাতের নিকট :

وذهب جماعة إلى أن ماله نظير من البر يؤكل نظيره من حيوان البحر مثل بقر الماء ونحوه ولا يؤكل نظيره في البر مثل كلب الماء وخنزير الماء فلا يحل أكله.

একটি জামাতের নিকট স্থলভাগে যে সব প্রাণী বৈধ, তা সমুদ্রের প্রাণী হলেও বৈধ। যেমন স্থলে গরু বৈধ, তাই সমুদ্রের গরুও বৈধ। আর যা স্থলভাগে বৈধ নয়, তা সমুদ্রেও বৈধ নয়। যেমন স্থলে কুকুর ও শুকর বৈধ নয়, তাই সমুদ্রেও তা বৈধ নয়।

শাওয়াফেগণের নিকট :

শাওয়াফেগণ থেকে কয়েকটি বর্ণনা পাওয়া যায়।

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন-

ولا خلاف بين العلماء في حل السمك على اختلاف انواعه وإنما اختلف فيما كان على صورة حيوان البر كالادمي والكلب والختزير والثعبان فعند الحنفية وهو قول الشافعية يحرم ما عدا السمك واحتجوا عليه بهذا الحديث فإن الحوت المذكور لا يسمى سمكا وفيه نظر فإن الخبر ورد في الحوت نصا

মাছের প্রকার ভেদে মাছ হালাল হওয়ার ব্যাপারে উলামাগণের নিকট কোন মতবিরোধ নেই। তবে মতবিরোধ হল স্থলের প্রাণীর আকৃতি নিয়ে । যেমন মানুষ, কুকুর, শুকর ও সাপ। তবে হানাফীগণের নিকট মাছ ব্যতিত অন্যপ্রাণী হারাম। এটি শাফেঈগণের একটি মত। এর স্বপক্ষে দলিল হল, এগুলোকে মাছ বলা হয় না। আর মাছের ব্যাপারে দলিল প্রমাণিত।

শাওয়াফেগণের দ্বিতীয়মত মালেকীগণের মত।

وعن الشافعية الحل مطلقا على الأصح المنصوص وهو مذهب المالكية الا الختزير في رواية وحجتهم قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وحديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته

ব্যাপকভাবে সমুদ্রের প্রাণী হালাল। একটি বর্ণনানুযায়ী শুকর ব্যতিত। দলিল হলো, কুরআনে সমুদ্রের শিকারকে হালাল বলা হয়েছে। এবং হাদীসে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- পানি পাক এবং মুর্দা হালাল।

শাওয়াফেগণের আরেকটি মত হলো,

وعن الشافعية ما يؤكل نظيره في البر حلال ومالا فلا واستثنوا على الأصح ما يعيش في البحر والبر وهو نوعان النوع الأول ما ورد في منع أكله شيء يخصه كالضفدع

وكذا استثناه أحمد للنهي عن قتله ورد ذلك من حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي أخرجه أبو داود والنسائي وصححه والحاكم وله شاهد من حديث بن عمر عند بن أبي عاصم وأخر عن عبد الله بن عمر وأخرجه الطبراني في الأوسط وزاد فإن نقيقها تسبيح وذكر الأطباء أن الضفدع نوعان بري وبحري فالبري يقتل أكله والبحري يضره ومن المستثنى أيضا التمساح لكونه يعدو بنابه وعند أحمد فيه رواية ومثله القرش في البحر الملح خلافا لما أفتي به المحب الطبري والثعبان والعقرب والسرطان والسلحفاة للاستخباث والضرر اللاحق من السم ودنيلس قيل أن أصله السرطان فإن ثبت حرم النوع الثاني ما لم يرد فيه مانع فيحل لكن بشرط التذكية كالبط وطير الماء والله أعلم

স্থলে যেগুলো হালাল তা সমুদ্রেও হালাল। আর যেগুলো স্থলে হালাল নয়, তাও সমুদ্রে হালাল নয়।

সঠিক কথা হলো কয়েকটি জিনিষ ব্যতিত। গবেষণা অনুযায়ী প্রমাণিত হয়েছে যে, স্থল ও সমুদ্রে যেগুলো জীবনযাপন করে, তা দু প্রকার।

প্রথম প্রকার হলো, নির্দ্রিষ্টভাবে কোন জিনিষ খাওয়া নিষেধ হলে তাও খাওয়া নিষেধ। যেমন ব্যাঙ খাওয়া নিষেধ এসেছে। তাই ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. ও সেটাকে ব্যতিক্রমধর্মী হবে। কেননা হাদীসে ব্যাঙয়ের ব্যাপারে নির্দ্রিষ্টভাবে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। তাই এটিকে খাওয়া যাবে না।

এবং ডাক্তারগণ বলেন, ব্যাঙ দু'প্রকার। ১. স্থলের ব্যাঙ। ২. সামুদ্রিক ব্যাঙ। স্থলের ব্যাঙ খাওয়া যেতে পারে। তবে সামুদ্রিক ব্যাঙ ক্ষতিকারক।

এবং কুমিরও ব্যতিক্রমধর্মী। কেননা তার বিষ দাঁত রয়েছে। এ জাতীয় যেসব জিনিষে ক্ষতিকারক বা ঘৃণিত, সেগুলোও নিষেধ। সে হিসেবে বিচ্ছু, কাকড়া, কচ্ছপ ইত্যাদি।

আর দ্বিতীয় প্রকার হলো যেগুলো বিষয়ে কোন নিষেধাজ্ঞা আসেনি সেগুলো যবাহ্ করার পর তা খাওয়া জায়েয হবে। যেমন হাঁস এবং পানির পাখি।

শরহু সুনানে তিরমিযি।

মাযহাবে হাম্বলী, মালেকী, শাফেয়ীগণের উপরোক্ত দলিলের জবাব **"হানাফীগণের দলিল- মাছ ছাড়া অন্য প্রাণীর দলিল ও তার উত্তর"** শিরোনামে উল্লেখ করেছি।

সুতরাং কুরআন হাদীস গবেষণা করে এ কথার প্রতিয়মান হল যে, সমুদ্রের (পানির) মাছ ব্যতিত অন্য কোন প্রাণী, জন্তু খাওয়া জায়েয নেই। এবং যে মাছ কোন ভৈরাগত কারণ ছাড়াই নিজে নিজে মারা গিয়ে ফুলে ভেষে ওঠে, তাও খাওয়া জায়েয নেই। চিংড়ি মাছ মাকরুহ হওয়ার ব্যাপারে কোন দলিল নেই। বরং হালাল হওয়ার ব্যাপারেও কোন প্রাকার সন্দেহ নেই। তা অন্য মাছের মত চিংড়ি মাছও হালাল।

আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন আমাদের সঠিক পথে চলার এবং সঠিক কুরআন হাদীস বুঝার তাওফীক দান করুন। আমীন।

সহকারী মুফতি, দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ, চট্টগ্রাম

Email: muftiwakiluddin@gmail.com

২৬ শাওয়াল ১৪৩৭ হিজরী

১ আগস্ট ২০১৬ ইংরেজি

দুপুর : ১ : ৫৩ মিনিট